গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
প্রশাসন শাখা
www.bridgesdivision.gov.bd
সেতু ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৫০.০০.০০০০.২০১.৪৩.০৪২.১৪.৬৬

তারিখ: ২ ফাল্গুন ১৪২৭
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বিষয়: **বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্ল্যাট ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তর নীতিমালা-২০২০**

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্ল্যাট সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত "প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্ল্যাট ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তর নীতিমালা-২০২০" নিদের্শক্রমে চূড়ান্তকরণ করা হলোঃ

১.০ সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ

এ নীতিমালা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন "প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্ল্যাট ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তর নীতিমালা-২০২০" নামে অভিহিত হইবে।

১.১। পরিধিঃ

এই নীতিমালা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতায় বাস্তবায়নকৃত যে সকল প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে বরাদ্দ গ্রহীতা বা তাহাদের ওয়ারিশগণ কর্তৃক উক্ত বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২. সংজ্ঞাঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়:

(ক) "**কর্তৃপক্ষ**" বলিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে;

(খ) "নির্বাহী পরিচালক" বলিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর নির্বাহী পরিচালককে বুঝাইবে;

(গ) "**পরিবার**" বলিতে পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের বুঝাইবে;

(ঘ)''**প্লট**" বলিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত প্লটকে বুঝাইবে;

(ঙ)''ফ্ল্যাট" বলিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত ফ্ল্যাটকে বুঝাইবে;

(চ)
"বরাদ্দ" বলিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পে পুনর্বাসনের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি(গণ)-এর অনুকূলে প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দকে বুঝাইবে;

(ছ)"লিজ"বলিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পে পুনর্বাসনের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি(গণ)-এর অনুকূলে ৯৯ বছরের জন্য প্লট/ফ্ল্যাট লিজকে বুঝাইবে;

(জ)''সাইট অফিস'' বলিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন সেতু/টানেল/এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে/ফ্লাইওভার/বাই-পাস/টোল সড়ক ইত্যাদি এলাকায় স্থাপিত অফিস এবং তৎস্থানে কর্মরত কর্মচারীগণকে

বুঝাইবে;

(ঝ)“হস্তান্তর” বলিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পোষ্যদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্ল্যাট লিজ চুক্তিপত্রে উল্লেখিত মেয়াদের পর বরাদ্দ গ্রহীতা(গণ) কর্তৃক হস্তান্তরকে বুঝাইবে;

(ঞ)**“হস্তান্তর ফি”** বলিতে প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে লিজ চুক্তিতে উল্লিখিত ফি’কে বুঝাইবে;

৩. **বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দগ্রহীতা কর্তৃক হস্তান্তর:**

৩.১ লিজ চুক্তিতে উল্লিখিত সময়ের পর প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তরের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ গ্রহীতা(গণ) নির্ধারিত ফর্মে হস্তান্তরের অনুমতি চাহিয়া নির্বাহী পরিচালক বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন। লিজ চুক্তিতে উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে কোন আবেদন গ্রহণ করা হইবে না;

৩.২ লিজ চুক্তিতে উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে লিজ গ্রহীতা প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তর/ দেখভাল/ রক্ষণাবেক্ষণ/বন্ধক বিক্রয় বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে কাহাকেও আম-মোক্তারনামা বা অন্য কোনভাবে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন না। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইবার পর বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর পূর্বানুমতি গ্রহণক্রমে আমমোক্তারনামা সম্পাদন করা যাইবে;

৩.৩ আম-মোক্তারনামা দলিল সম্পাদনের পর দলিল দাতা মারা গেলে সম্পাদিত আম-মোক্তারনামার কার্যকারিতা প্রচলিত আইন অনুযায়ী আপনা-আপনি বাতিল হইয়া যাইবে। এই প্রেক্ষিতে মূল লিজ গ্রহীতার বৈধ ওয়ারিশ(গণ) হইতে নতুন করিয়া আম-মোক্তারনামা দলিল নিতে হইবে। অন্যথায় উক্ত প্লট/ফ্ল্যাটের মালিকানাসহ যাবতীয় দায় দায়িত্ব ওয়ারিশ(গণ)-এর উপর বর্তাইবে;

৩.৪ মূল লিজ গ্রহীতা জীবিত থাকা অবস্থায় প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে তাহার পরিবারের সদস্য(গণ)-কে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। তবে এই ক্ষেত্রে উক্ত সদস্য(গণ) এর নামে একই পুনর্বাসন এলাকায় কোন প্লট/ফ্ল্যাট থাকিতে পারিবে না। লিজ গ্রহীতার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে হস্তান্তর গ্রহণ করিবার জন্য উপযুক্ত বা আগ্রহী কেহ না থাকিলে প্রকল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন কিন্তু প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দ পান নাই, এইরূপ ব্যক্তি(গণ) প্লট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন;

৩.৫ লিজ চুক্তি অনুযায়ী প্লটের বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বসতবাড়ী/ইমারত নির্মাণ করা না হইলে প্রতি বৎসরের জন্য নির্ধারিত জরিমানা/বিলম্ব ফি পরিশোধ করিতে হইবে। অন্যথায় প্লট হস্তান্তরে অনুমতি দেওয়া হইবে না;

৩.৬ প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তরগ্রহণকারী (কর্তৃপক্ষ ও বরাদ্দ গ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত) মূল চুক্তিতে বর্ণিত সকল শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবেন। প্লটের হস্তান্তর দলিল সম্পাদনের সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে বসতবাড়ী/ইমারত নির্মাণ করিবেন। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ কোনরুপ ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতীত প্লট/ফ্ল্যাটের দখল গ্রহণ করিতে পারিবে;

৩.৭ প্লট/ফ্ল্যাট একই সাথে একাধিক ব্যক্তি, উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা অন্য কোন প্রকারে যৌথভাবে ভোগদখল করিতে থাকিলে, কেউ এককভাবে তাহার অংশ, সহঅংশীদার ছাড়া অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। এককভাবে তাহার অংশ শুধুমাত্র সহঅংশীদারদেরকে হস্তান্তর করা

যাইবে। তবে সকল অংশীদার যৌথভাবে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্লট হস্তান্তর করিতে পারিবেন;

৩.৮ প্রকল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ নহেন তবে সংশ্লিষ্ট পুনর্বাসন সংলগ্ন এলাকায় যাহারা বসবাস করিতেছেন এবং যাহাদের বসতবাড়ী তৈরী করিবার উপযোগী জমি নাই এইরূপ ব্যক্তি(গণ)ও প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তর গ্রহণের ক্ষেত্রে ৩.৪-এ বর্ণিত ব্যক্তিদের পর অগ্রাধিকার পাইবেন;

৪. **প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তরের আবেদন:**

৪.১ প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দ গ্রহণকারী কর্তৃক প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী(গণ)-কে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে। হস্তান্তরকারী একাধিক হইলে যৌথভাবে আবেদন করিতে হইবে (পরিশিষ্ট-১);

৪.২ নির্ধারিত ফর্মে আবেদনকারী(গণে)র পূর্ণ নাম, পিতার নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর থাকিতে হইবে। নাম/স্বাক্ষরের নীচে আবেদনকারীর মোবাইল নম্বর থাকিতে হইবে। নিজের মোবাইল নম্বর না থাকিলে নিকটাত্মীয়ের মোবাইল নম্বর (সম্পর্কসহ) দিতে হইবে;

৪.৩ আবেদনের সহিত মূল দলিলের সত্যায়িত কপি, মূল দলিল হারাইয়া গেলে/নষ্ট হইয়া গেলে মূল দলিলের সার্টিফাইড কপি, পাসপোর্ট সাইজের ১ কপি সত্যায়িত রঙ্গিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের (১৮ বছরের নীচের ব্যক্তির ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ) সত্যায়িত কপিসহ আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদির আলোকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে;

৪.৪ যাহার বা যাহাদের অনুকূলে প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তর করা হইবে, জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী তাহার/তাহাদের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের (১৮ বছরের নীচের ব্যক্তির ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ) সত্যায়িত কপিসহ আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদির আলোকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে;

৪.৫ প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তর গ্রহণকারী(গণ)কে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নমুনা অনুযায়ী ৩০০.০০ (তিনশত) টাকার রেভিনিউ স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা নোটারী পাবলিক করিয়া দাখিল করিতে হইবে (পরিশিষ্ট-২)। অঙ্গীকারনামায় প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তকারী ও গ্রহণকারী প্রত্যেকের পক্ষে ও ২ (দুই) জন সাক্ষীর জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বরসহ স্বাক্ষর থাকিতে হইবে। তাহাছাড়া সাক্ষীদের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও পাসপোর্ট সাইজের একটি করিয়া রঙ্গীন ছবি অঙ্গীকারনামার সঙ্গে সংযুক্ত করিতে হইবে। জাতীয় পরিচয়পত্র ও ছবিসহ সকল কাগজপত্র ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/১ম শ্রেণির কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে;

৪.৬ আবেদনে প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তর গ্রহণকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রে উল্লিখিত ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবে। তবে গ্রহণকারীর বর্তমান ঠিকানা ও জাতীয় পরিচয়পত্রে উল্লিখিত ঠিকানা ভিন্ন হইলে, প্রকৃত ঠিকানার বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হইবে এবং তদনুযায়ী আবেদনে প্লট হস্তান্তর গ্রহণকারীর ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবে।

৪.৭ প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তরকারী/গ্রহণকারী/সাক্ষীর জাতীয় পরিচয়পত্র হারাইয়া গেলে জিডি'র কপিসহ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অনলাইনের কপি দাখিল করিতে হইবে;

৪.৮ দাখিলকৃত আবেদন সরেজমিন যাচাই-বাছাইয়ে সকল তথ্য ও কাগজপত্র সঠিক পাওয়া গেলে হস্তান্তরের অনুমতি দেওয়া হইবে। অন্যথায় আবেদন বাতিল করা হইবে;

৫. <u>হস্তান্তর ফি পরিশোধ:</u>

৫.১ লিজ দলিল মূল্যের ২৫% হস্তান্তর ফি প্রদান করিতে হইবে। ইহা ছাড়া লিজ দলিলে উল্লিখিত হারে প্লট/ফ্ল্যাটের সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;

৫.২ নামজারী/রেকর্ড সংশোধনী 'ফি'সহ সকল প্রকার পাওনার উপর সরকার কর্তৃক আরোপিত ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করিতে হইবে;

৬. <u>হস্তান্তর দলিল সংক্রান্ত:</u>

৬.১ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তরকারী স্থানীয় সাব-রেজিষ্ট্রার অফিসে হস্তান্তর গ্রহণকারীর অনুকূলে হস্তান্তর দলিল সম্পাদন করিবেন;

৬.২ প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তর গ্রহণকারীর সঙ্গে সম্পাদিত দলিলে প্লট/জমি/ফ্ল্যাট 'বিক্রয়' শব্দটি ব্যবহার না করিয়া 'হস্তান্তর' শব্দটি উল্লেখ করিতে হইবে;

৬.৩ দলিলের হলফনামায় 'আমি/আমরা হস্তান্তরাধীন প্লট/জমি/ফ্ল্যাটের নিরঙ্কুশ মালিক' এইরুপ বাক্যের স্থলে 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ হস্তান্তরাধীন ফ্ল্যাট/প্লট/জমির নিরঙ্কুশ মালিক' বাক্যটি উল্লেখ করিতে হইবে;

৬.৪ হস্তান্তর দলিলের একটি সার্টিফাইড কপি অত্র কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং

৬.৫ দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা মোতাবেক মূল লিজ দলিলের সমুদয় শতার্বলী সন্নিবেশিত করিয়া হস্তান্তর দলিল সম্পাদন করিতে হইবে

৬.৬ হস্তান্তর দলিলে কোন ভুল, অসত্য, বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করিয়া থাকিলে হস্তান্তর গ্রহণকারী নিজ খরচে ভুল সংশোধন করিয়া ক্ষতিপূরণসহ নতুন দলিল প্রস্তুত ও রেজিস্ট্রি করিতে বাধ্য থাকিবেন;

৭. <u>ওয়ারিশসূত্রে রেকর্ড সংশোধন:</u>

৭.১ প্লট/ফ্ল্যাট এর মূল বরাদ্দগ্রহীতা মারা গেলে প্রথমে মৃত ব্যক্তির বৈধ ওয়ারিশগণের অনুকূলে প্লট/ফ্ল্যাটটির রেকর্ড সংশোধনের জন্য নির্ধারিত ফর্মে আবেদন

করিতে হইবে (পরিশিষ্ট-৩)। আবেদনের সঙ্গে মূল দলিলের সত্যায়িত কপি, ওয়ারিশগণের পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙ্গিন ছবি, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক ইস্যুকৃত মৃত্যুসনদ ও প্লট/ফ্ল্যাটে ওয়ারিশগণের অংশসহ ওয়ারিশনামা, ওয়ারিশগণের জাতীয় পরিচয়পত্রের (১৮ বছরের নীচের ব্যক্তির ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ) সত্যায়িত কপিসহ আবেদনে উল্লিখিত সকল তথ্য ও কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে;

৮. **হস্তান্তর সূত্রে রেকর্ড সংশোধন:**

৮.১ প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তর গ্রহণকারী(গণ) হস্তান্তর দলিল সম্পাদনের পর সম্পাদিত দলিলের সার্টিফাইড কপিসহ প্লট/ফ্ল্যাটটি তাহার অনুকূলে রেকর্ড সংশোধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করিবেন (পরিশিষ্ট-৪)। আবেদন ফরমে যাচিত সকল তথ্য ও ডকুমেন্ট সংযুক্ত করিতে হইবে;

৮.২ হস্তান্তর দলিলে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল, অসত্য, বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করা হইলে তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের ক্ষেত্রে হস্তান্তর গ্রহণকারী নিজ খরচে ভুল সংশোধন করিয়া ক্ষতিপূরণসহ নতুন দলিল প্রস্তুত ও রেজিস্ট্রি করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৯ **অন্যান্য:**

৯.১ প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দ গ্রহণকারী(গণ) মূল লিজ দলিলের যাবতীয় শর্ত মানিয়া চলিবেন এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পাওনা (যদি থাকে বা হয়) তাহা যথারীতি পরিশোধ করিবেন;

৯.২ প্লট/ফ্ল্যাট ১ম হস্তান্তর গ্রহণকারী(গণ) হস্তান্তর দলিল সম্পাদনের ৫ (পাচ) বছর পর অত্র নীতিমালায় বর্ণিত শর্তে প্লট/ফ্ল্যাটটি পুনরায় অন্যকে হস্তান্তর করিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে ১ম হস্তান্তর গ্রহণকারী(গণ)কে মূল লিজ দলিলে বর্ণিত লিজ দলিল মূল্যের ২৫% বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করিতে হইবে;

৯.৩ অত্র নীতিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে হস্তান্তরিত প্লট/ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে হস্তান্তর সংক্রান্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে না। তবে আর্থিক বিষয়সহ অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে; এবং

৯.৪ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অত্র নীতিমালা যেকোন সময় সংশোধন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা যাইবে।

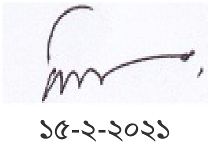

১৫-২-২০২১
এইচ. এম. রকিব হায়দার
উপসচিব

বিতরণ :

১) নির্বাহী পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক এর দপ্তর,

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
২) অতিরিক্ত সচিব , উন্নয়ন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ
৩) যুগ্ম-সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ
৪) উপসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, সেতু বিভাগ
৫) উপ-সচিব, বাজেট অধিশাখা, সেতু বিভাগ
৬) উপসচিব, প্রশাসন অধিশাখা, সেতু বিভাগ
৭) সিনিয়র সহকারী সচিব, বাজেট শাখা-১, সেতু বিভাগ
৮) সহকারী সচিব, প্রশাসন শাখা, সেতু বিভাগ
৯) প্রোগ্রামার, প্রশাসন শাখা, সেতু বিভাগ

স্মারক নম্বর: ৫০.০০.০০০০.২০১.৪৩.০৪২.১৪.৬৬/১

তারিখ: ২ ফাল্গুন ১৪২৭
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) একান্ত সচিব, সচিব এর দপ্তর, সেতু বিভাগ

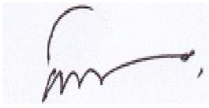

১৫-২-২০২১
এইচ. এম. রকিব হায়দার
উপসচিব